বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব উন্নয়ন: একটি ধারণাপত্র[1]

ম ইসলাম ও আবুল বারকাত

রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণে যা নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (সংবিধানে) আর সরকার যা করে– এ দু'য়ের বৈপরীত্য ও বিরোধ নির্দেশের অন্যতম প্রামাণ্যচিত্র আমাদের বাজেট। স্বাধীনতা উত্তর তিন দশকের বিকাশ-প্রকৃতি এ দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যে ফাঁদ সৃষ্টি করেছে সেখানে এ বৈপরীত্য ও বিরোধ স্বাভাবিক; সহজাত বটে। অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হবে আর বাজেট– উন্নয়ন অথবা রাজস্ব যেটাই হোক না কেন– হবে দুর্বৃত্ত বিরোধী, জনকল্যাণমুখী তা প্রকৃতি বিরোধী। তা কল্পনাতীত এ কারণেও যে বাজেট হয়েছে ৫১,৯৮০ কোটি টাকার কিন্তু কালো টাকা সৃষ্টি হবে কমপক্ষে ৬০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ। বাজেট অর্থায়নের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ উভয়ই কালো টাকা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে অন্যতম ভূমিকা পালন করবে।

০১. ১৪ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন যে মাত্রাতিরিক্ত পিছিয়ে আছে সেটা মানব বঞ্চনা-দুর্দশার ব্যাপক বিস্তৃতি, বহুমাত্রিক, প্রকৃতি ও প্রবণতা দেখলে সহজেই বোঝা যায়। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে মানব বঞ্চনার বিশাল চৌহদ্দীর কয়েকটি নির্দেশক লক্ষ্যণীয়ঃ

- ৬.৫ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে (দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই আমাদের অবস্থান),
- ৪ কোটি বয়স্ক-নিরক্ষর,
- ২ কোটি শিশু-কিশোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত,
- ৩১ লক্ষ (প্রতিবছর) সদ্যজাতের ৩০ লক্ষ জন্মকালে ডাক্তারি সেবা সুযোগ বঞ্চিত,
- ২০ লক্ষ শিশু জন্মগতভাবে ওজন স্বল্প,
- ৮ কোটি মানুষ পয়ঃপ্রণালী সুযোগ বঞ্চিত,
- ৭ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুযোগ বঞ্চিত,
- ১.৫ কোটি শিশু (পাঁচ বছরের কম বয়সী) অপুষ্টির শিকার,
- ২ কোটি শিশু জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে,
- প্রতিবছর যে ৬ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন তাদের প্রায় অর্ধেকই শিশু (৭ বছর বয়স পর্যন্ত), এবং তাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ –দারিদ্র -উদ্ভুত সংক্রামন ব্যাধি, এবং
- প্রতিবছর যে ৬ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অর্ধেকেই মারা যান অতি সাধারণ চারটি কারণে –শ্বাসতন্ত্রের অসুখ (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া, হাম ও যক্ষ্মা (যক্ষ্মা নিরাময়ে খরচ হয় ৯০০ টাকা, নিউমোনিয়া ১৩ টাকা, ডায়রিয়া ১৭ টাকা, হাম ১২ টাকা)। যক্ষ্মা রোগির সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর চতুর্থ শীর্ষে।

সুতরাং মানব বঞ্চনার বহমাত্রিক ও ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি আরো একবার প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে "মানব উন্নয়ন দর্শনই" হওয়া উচিত ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রিয় দর্শন। এক্ষেত্রে

[1] বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত, "বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনাশীল খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব উন্নয়ন", শীর্ষক গোলটেবিলে ম ইসলাম ও আবুল বারকাত কর্তৃক যৌথভাবে উপস্থাপিত ধারণাপত্র , সিরডাপ অডিটোরিয়াম, ঢাকা, ২ জুন, ২০০১

দেশ বিনির্মাণে গোঁজামিলের ফলশ্রুতিই হল উল্লিক্ষিত সীমাহীন মানব বঞ্চনা। আমরা স্পষ্টতই মনে করি যে মানব বঞ্চনা হল স্বাধীনতার ফসল, আর মানব উন্নয়ন হল স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় মানুয়ের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবে —অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunities), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার গ্যারান্টি (transparency guarantee), ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা (protective security)। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যেহেতু সরকারের ব্য কাঠামোটি নির্দেশ করে যে আমরা মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বঞ্চনা দূর করতে আসলেই কতটুকু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং 'আমাদের নীতিগত অগ্রাধিকার' (প্রকৃত পছন্দ/অপছন্দ) কেমন (কার স্বার্থে পরিচালিত) —সেহেতুই রাজস্ব ব্যয় বিষয়ক আলোচনার এই প্রয়াস।

০২. আমরা আগেই বলেছি বিশ্বের একটি ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল দেশ হিসেবে (প্রতিবর্গ কিঃমিঃ-এ ৮৫০ জন মানুষ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে মানব উন্নয়ন —এটা তেমন বিতর্কিত বিষয় নয়। বিতর্কটা জাগিয়ে উঠবে তখনই, যখন প্রশ্ন করা হবে, রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠি এবং নীতি প্রণেতাদের অগ্রাধিকার তালিকায় মানব উন্নয়ন 'প্রকৃত বিচারে' শীর্ষে অবস্থান করছে কিনা। রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা এবং সরকারিদল ও বিরোধীদলসমূহের প্রচার —প্রোপাগোন্ডার হট্টগোলে পক্ষপাতিত্বের অপবাদের আশঙ্কার বিবেচনায় অনেকেই হয়তো বা বিষয়টি সম্পর্কে নির্মোহ আলোচনা-বিশ্লেষণভিত্তিক অবস্থান গ্রহণ ও মতামত প্রকাশে বিব্রতকর বোধ করবেন। কিন্তু সীমাহীন মানব বঞ্চনার প্রেক্ষিতে এই তর্কটা এই মুহূর্তে জাতীয় অগ্রাধিকারের দাবিদার হওয়ায় আমরা জাতির সামনে এ সম্পর্কিত মূল ইস্যুগুলো উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জুন মাসে সরকারের বাজেট ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে মানব উন্নয়নের অগ্রাধিকার দাবিটির সাথে আমরা সরকারি বাজেটের অনুৎপদানশীল খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের ইস্যুটাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করেছি এ জন্যে যে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মুক্ত বাজার অর্থনীতির গড্ডালিকা প্রবাহে শামিল হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসকদলসমূহ মানব উন্নয়নের শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা থেকে পিছটান দিয়ে জনগণকে 'অধিকার-বঞ্চিত' করেছেন এবং বাজারের আগ্রাসী শক্তির কাছে মানব উন্নয়নকে আরেকটি 'পণ্য' হিসেবে সোপর্দ করার তৎপরতা যা মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা চেতনা বিরোধী ও সংবিধান বিরোধী। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থে এই আত্মঘাতী অপতৎপরতা প্রতিহত করা ন্যায়সঙ্গত।

০৩. সরকারি রাজস্ব বাজেটের সুনির্দিষ্ট তিনটি খাতের ব্যয় বরাদ্দকে আমরা বিবেচনায় নিয়ে আসতে চাইঃ (ক) প্রতিরক্ষা, (খ) সাধারণ প্রশাসন এবং (গ) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা।[২] এই তিনটি খাত রাজস্ব বাজেটের অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের বৃহদাংশকে ধারণ করছে, কিন্তু শুধু এগুলোই মোট অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের পুরো খতিয়ান দেবে না। 'অনুৎপাদনশীল ব্যয়' ধারণাটিই সরস একাডেমিক বিতর্কের অবতারণা করতে পারে। (অনেকের কাছে রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় পুরোটাই 'অনুৎপাদনশীল' মনে হতে পারে!) ঐ নিষ্ফল বিতর্ক উসকে দেয়ার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই। সরকারের বিবিধ কার্যক্রম পরিচলনায় সরকারি ব্যয় বরাদ্দ যাবে —এটা মেনে নিয়েই আমরা উপর্যুক্ত তিনটি প্রধান খাতকে বিচার-বিশ্লেষণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করছি এ প্রত্যাশায় যে, এই তিনটি খাতের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরা গেলে মানব উন্নয়ন-সম্পৃক্ত খাতগুলোর প্রতি সরকারের মৌখিক অগ্রাধিকারের

[২] খাত তিনটির মধ্যে শুধুমাত্র "প্রতিরক্ষা" নামকরণে ১৯৭২/৭৩ থেকে আজ পর্যন্ত সরকারি তথ্য (রাজস্ব বাজেট) পাওয়া যায়। রাজস্ব বাজেটে 'সাধারণ প্রশাসন' নামকরণটি চালু হয়েছে ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছর থেকে। ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮২/৮৩ অর্থবছর পর্যন্ত 'সাাধারণ প্রশাসন', 'বিচার ও পুলিশ', 'পররাষ্ট্র নামে রাজস্ব বাজেটে কোনো খাত ছিল না। সমসাময়িককালে "রাজস্ব আদায় বিভাগ" ও "সিভিল প্রশাসন" নামে দু'টো রাজস্ব খাত ছিল যা পরবর্তিতে (১৯৮৩/৮৪ অর্থবছর থেকে) আর নেই। সুতরাং খাতসমূহের নামকরণের বিভ্রাটহেতু রাজস্ব বাজেটের তুলনামূলক গতিধারা বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। বিষয়টি নীতিপ্রণেতাদের ইচ্ছেকৃত কিনা সেটা বলাও দুষ্কর। সেই সাথে রাজস্ব বাজেটে 'অন্যান্য' নামে একটি খাত আছে যেটা মোট বাজেটের ৬ শতাংশ (গত তিরিশ বছরের গড়) (সারণি ৩২-এর নোট দেখুন)।

অঙ্গীকারগুলো নিছক কথার কথা না হয়ে বাস্তবে অর্জনযোগ্য কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ব্যয় বরাদ্দের এই পুনর্বিন্যাস যেহেতু 'প্রান্তিক মাত্রার' কাটছাঁট হবে না, তাই বড় ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এ সম্পর্কিত নীতিমালা পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়াবে।

মানব উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনেকগুলো কার্যক্রমে রাষ্ট্র অবদান রাখছে, এবং এসব খাতে রাষ্ট্রের ভূমিকার সম্প্রসারণ এ মুহূর্তে বিশ্বের সর্বত্র সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের মতাদর্শিক বিভাজনের ডামাডোল আপাতদৃষ্টিতে স্থিমিত হয়ে এলেও অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রশ্নটি আজো উন্নয়ন চিন্তার জগতে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এক্ষণে মানব উন্নয়নে ভূমিকা পালনই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হতে হবে, অন্য সবকিছুকেই গুরুত্বের দিক থেকে পেছনের সারিতে অবস্থান নিতে হবে। অথচ, ঔপনিবেশিক বৃটিশ এবং পাকিস্তানী শাসনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রের যে চরিত্র অব্যাহত রয়েছে তাতে রাষ্ট্রের ওপর সামারিক আমলাতন্ত্র এবং সিভিল আমলাতন্ত্রের *de facto* নিয়ন্ত্রণ জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকায় সরকারের অগ্রাধিকর নির্ধারণে এই দু'টো সুসংবদ্ধ শক্তির দাপট প্রায় নির্ধারক ভূমিকা পালন করে চলেছে। 'অনুৎপাদনশীল' হিসেবে চিহ্নিত তিনটি খাতের প্রাপ্ত সরকারি ব্যয় বরাদ্দকে রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভারসাম্যে সামরিক এবং সিভিল আমলাতন্ত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বলা চলে।

০৪. প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয় কত তা যেহেতু সরকার পাকিস্তান আমল থেকেই রাষ্ট্রীয় 'টপ সিক্রেট' আখ্যায়িত করে সযতনে গোপন করে চলেছেন, এতএব এ-বিষয়টা নানাবিধ হিসেব-নিকেশের জন্ম দিয়ে চলেছে যা উপাত্ত-ভিত্তিক নয় এবং যথেষ্ট মাত্রায় আনুমানিক। প্রতিরক্ষা খাতের রাজস্ব ব্যয় এই খাতের মোট ব্যয়ের খণ্ডিত অংশ—এটুকু সহজেই বোঝা যায়। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবরুদ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের (স্থল, বিমান, নৌ) ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম কিংবা বাহিনীসমূহের স্থাপনাসমূহের পেছনে সরকারি ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হিসেব পাওয়া বাংলাদেশে গবেষকদের জন্য বোধগম্য কারণেই অসম্ভব। এমনকি সরকারি বাজেটের শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, গণপূর্ত খাত, খাদ্য বাজেট, ঋণ পরিশোধ খাত, "অন্যান্য" ইত্যকার নানান খাতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের সরকারি ব্যয়। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের তথ্যও 'টপ-সিক্রেট'। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, ১৯৭২ সালকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করলে ২০০১ সালে এসে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আয়তন ন্যূনপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার, সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যেও স্থল বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধির তূলনামূলক হার নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর আয়তন এবং মান বৃদ্ধির হারের চাইতে অস্বাভাবিক রকমের বেশি বলে ওয়াকিবহাল মহল মত প্রকাশ করে থাকেন। দেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা এবং আয়তন বৃদ্ধি থেকেও তা সহজে বোঝা যায়।

উপরন্তু সুস্পষ্ট তথ্যহীনতার মধ্যেও বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে এ কথা বলা সম্ভব যে আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে/পাচ্ছে যা দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্খিত গতি রুদ্ধ করেছে। আর সে কারণেই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে উর্ধ্বগামী প্রতিরক্ষা ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মানব নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। এ বিষয়ে ইউ এন ডি পি-সহ দক্ষিণ এশিয় মানব উন্নয়ন রিপোর্টে প্রদেয় কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে —

- ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সনে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২ শতাংশ (US$ ৩৪১ মিলিয়ন থেকে ৫১৭ মিলিয়নে) —যেখানে একই সময়ে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ২৫ শতাংশ,

- ১৯৮৫-১৯৯৬ কালপর্বে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭ শতাংশ (যে হার পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে বেশি),
- ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সনে স্থাপনার সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ,
- প্রতি ১০০০ ডাক্তারের বিপরীতে ৬০০০ সেনা সদস্য,
- প্রতি ১০০০ শিক্ষকের বিপরীতে ৩০০ সেনা সদস্য, এবং
- ১৯৭২ থেকে অদ্যাধি রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় "দেখানো" হয়েছে সেটা শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চেয়ে বেশি, এবং স্বাস্থ্য (জনসংখ্যাসহ) খাতের চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি (সারণি-৩০)।

০৫. গত পঁচিশ বছরে আমাদের দেশে এমন কোনো সরকার আসেনি যে উচ্চস্বরে দাবি করেনি যে "এবার আমরা শিক্ষ খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি"। অথচ এটা মিথ্যে কথা। সারণি-২৯-এ দেখা যায় যে ১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত প্রায় তিন দশকে মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ১,৫৭,০৯৩ কোটি টাকা যেখানে শীর্ষ স্থানে আছে সাধারণ প্রশাসন (১৯.৯%), দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে–প্রতিরক্ষা (১৭.৬৪%), তৃতীয়–শিক্ষা ও ক্রীড়া (১৭.৪৮%), শুধু শিক্ষা নয় –ক্রীড়াসহ শিক্ষা যেখানে শিক্ষা বাজেট জনগণের শিক্ষার লক্ষ্যে ছিল কিনা সেটা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবিদার), চতুর্থ স্থানে – ঋণ পরিশোধ (১২.৬৩%, যে ঋণের ৭৫% জনগণের কাছে পৌঁছায়নি), পঞ্চম স্থানে –পুলিশ ও বিচার (৮.২১%), বাংলাদেশে ৬৫ লক্ষ মামলা বিচারের রায়ের অপেক্ষায় আছে), ষষ্ঠ স্থানে – অন্যান্য (৫.৮১%), যার ব্যাপকাংশ কোনো অর্থেই মানবউন্নয়নমুখী নয়)। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক যে রাজস্ব বাজেটে আসলে প্রতিরক্ষার অবস্থান দ্বিতীয় শীর্ষ নয় –শীর্ষস্থানেই। শিক্ষা বাজেটে প্রতিরক্ষার-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার অংশ, ক্রীড়া বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্টতার অংশ –এসব কোনোভাবে আলাদা করে দৃশ্যমান প্রতিরক্ষার সাথে যুক্ত করলে সেটা ১৭.৬৪ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৩০ শতাংশে উন্নিত হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতটি হবে রাজস্ব বাজেটের প্রকৃত সর্বশীর্ষ খাত।

০৬. স্বাধীনতা উত্তরকালের গত ২৮ বছরে মোট রাজস্ব বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের দৃশ্যমান অংশ ছিল ১৭.৬৪ শতাংশ। দৃশ্যমান এই হারটি প্রত্যেক পরবর্তী আমলে আগের আমলের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছেঃ ১৯৭২/৭৩-১৯৭৫/৭৬-এ (বঙ্গবন্ধুর চারবছর) ১৪.০২ শতাংশ, ১৯৭৬/৭৭-১৯৯০/৯১ (জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনের ১৫ বছর)-এ ১৬.৯৫ শতাংশ, ১৯৯১/৯২-১৯৯৫/৯৬ (খালেদা জিয়ার ৫ বছর)-এ ১৭.৮৪ শতাংশ, ও ১৯৯৬/৯৭-১৯৯৯-২০০০ (শেখ হাসিনার গত ৪ বছর)-এ ১৮.০১ শতাংশ। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মানবঞ্চনার যে চিত্রটি আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি সেই প্রেক্ষিতে যদি সঠিক হয় সেক্ষেত্রে জনগণের অপার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং/অথবা জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীর ভিত্তি দূর্বল না হলে রাজস্ব বাজেটে প্রতিরক্ষার দৃশ্যমান অংশ এভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

০৭. এতদসঙ্গে সংযোজিত সারণি-৩০-এর প্রতিরক্ষা ব্যয় সম্পর্কিত কলামের দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যাবে, ১৯৭২/৭৩ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ ছিল মোট রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের মাত্র ৯.৪৮ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পর্যন্ত তা মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১১.৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ ঐ বছরগুলোতেই পাকিস্তান-প্রত্যাগত সামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহে আত্মীকৃত করা হয়েছিল। ১৯৭৫/৭৬ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ এক লাফে ১৯.০৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রক্ষী বাহিনীকে স্থল বাহিনীর সাথে একীভূত করায় প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫

আগস্টের রক্তলোলুপ রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা এবং তদ্‌পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সমর-প্রভুদের ক্ষমতা দখল ঐ ব্যয় বরাদ্দের উল্লম্ফনের পেছনে প্রধান নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের প্রকাশ্য হিস্যা এক বছরে ১১.৩০ শতাংশ থেকে ১৯.০৬ শতাংশ বেড়ে যাওয়া সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ায় সত্যিকার অর্থেই একটা নাটকীয় পরিবর্তন, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তনের একটা বড়সড় সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। পরবর্তী বছরেই ঐ ব্যয় বরাদ্দ আরো বেড়ে ২২.২৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। এর পরের বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা ব্যয় সরকারি বাজেটের অন্যান্য খাতকে পার করিয়ে দেয়ার মহাজনী কায়দাটা সুচতুরভাবে অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু, আরেকটি উল্লম্ফনও দৃষ্টিকটুভাবে ধরা পড়ছে ১৯৮৩/৮৪ সালে, যখন স্বৈরাচারী এরশাদ কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে বশে রাখার তাগিদে ১৯৮৩ সালের প্রবর্তিত নতুন বেতন-ভাতা কাঠামোতে সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরের ২২.৭ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ 'প্রকাশ্য' প্রতিরক্ষা বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ রয়ে গেছে আজ অব্দি। উল্লিখিত তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হলেও প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা-সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষত্বপূর্ণ জীবনযাত্রার উপকরণসমূহের অত্যন্ত দুর্বল ও খণ্ডিত প্রতিফলন বৈকি। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাগণ যে বিলাসী জীবন ও জীবিকার সুবিধাদি ভোগ করে চলেছেন তা প্রায় নজিরবিহীন। রাষ্ট্রক্ষমতার জবরদখলের মাধ্যমে তারা ঐ সুবিধাসমূহের বেশিরভাগ নিজেদের ভাগে বারাদ্দ করেছেন। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দু দু'টো সিভিলিয়ান সরকারের মেয়াদ পূর্তির দশ বছর পেরিয়ে এসেও প্রতিরক্ষা খাতের সরকারি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরা যায়নি। সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানোর ভীতি হয়তো বা নির্বাচিত সরকারগুলোকে আতংকিত করে চলেছে। আমাদের প্রশ্ন হল, সরকার যদি জনগণ কর্তৃক জনগণের স্বার্থেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাহলে সামাজিক অভ্যুত্থানের ভীতি কেন?

০৮. প্রতিরক্ষা খাতে 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যমান উন্নয়ন বাজেট ব্যয় হয়ে থাকে সেটার প্রকৃত পরিমাণ 'টপ সিক্রেট'। এমন কি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির মাধ্যমেও সে বিষয়ে কোনো কিছুই জনগণকে জানানো হয় না। বিষয়টি যাই হোক না কেন এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করছি তার সাথে মানব উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এসব কেনা কাটার সাথে জাতীয় অগ্রাধিকার কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, সম্ভবতঃ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল গুটিকয়েক ক্ষমতাধর ব্যক্তির "ক্রেতা কমিশন"। সম্পূর্ণ বিষয়টি সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব (উদাহরণটি সব আমলের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য)। সম্প্রতি আমরা প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮-টি মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করেছি[৩] এসব যুদ্ধ বিমান ক্রয় সংক্রান্ত কোনো কিছুই জনগণ এমনকি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও অবগত নন। কোনো সুচিন্তিত অগ্রাধিকার বিবেচনা থেকে এসব ক্রয় করা হয়নি। মানব বঞ্চনার এই দেশে মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে তার বিকল্প ব্যবহার হতে পারতো নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ থেকে যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করা যেতো, অথবা
- মাতৃমৃত্যুর হার বর্তমানের ৪.৩৩ (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে) থেকে ১.৫-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হত, অথবা
- শিশুমৃত্যুর হার ৫৭ থেকে ৩৫-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হত, অথবা

[৩] আমরা একটি নৌযুদ্ধযান ফ্রিগেটও কিনেছি। ফ্রিগেটটির মূল্য ৫৫০ কোটি টাকা। ফ্রিগেটটি থেকে একবার একটা টর্পেডো ছুঁড়তে খরচ হবে ২.৫ কোটি টাকা ।

- ১৫,০০০ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ২০ বছরের জন্য নিযুক্ত করা যেতো, অথবা
- ১৪ শতাংশ কৃষিজমিকে সেচের আওতায় এনে ২০ শতাংশ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতো, অথবা
- প্রায় ২ লক্ষ ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্প কাঠামো গড়ে তুলে দেশজ শিল্পভিত্তি সুদৃঢ় করা যেতো।

সুতরাং মানব বঞ্চনার বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি সাধারণ কোনো ভ্রান্তি নয়- সেটা সম্ভবতঃ গভীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত, জনগণের স্বার্থ বিরোধী ও সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক অসাম্য জিইয়ে রাখার অন্যতম কৌশল মাত্র।

০৯. এ পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ইস্যুটাকে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি যে, প্রতিবেশী ভারতকে কিংবা মায়ানমারকে কোনো ভবিষ্যৎ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন যেহেতু সাধারণ বিবেচনায় বা বিচার-বুদ্ধি মোতাবেক 'বাস্তবসম্মত' option নয়, তাহলে কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে বিষয়টাকে মাথায় রেখেই পঁচাত্তর-পরবর্তী সমর-প্রভু শের শাসকরা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান ভারসাম্যহীন (Lop-sided) উন্নয়নের ধারাকে জোরদার করেছিলেন? পার্বত্য জেলাসমূহের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে সামরিক বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধিকে যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য কার্যকর অজুহাত যুগিয়েছিল ১৯৭৫-১৯৯৮ পর্যায়ে, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে এসেও কি শান্তির লাভ (Peace Dividend) হিসেবে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বৃদ্ধি আর করা হবে না মর্মে সরকারি ঘোষণার সময় আজো এলো না? নির্বাচিত দু'দুটো সংসদের মেয়াদ হিসেবে এক যুগ অতিক্রম করার পরও কি প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও স্বচ্ছ আলোচনা জনপ্রতিনিধিদের আয়ত্তাধীনে আনা গেলো না? সরকারি ও বিরোধী দলসমূহের সাংসদদের এ-বিষয়ে মতামত প্রকাশের ব্যাপারে পরিলক্ষিত স্ব-সেন্সরশিপ (seff-censorship) কি চলতেই থাকবে?

প্রশ্নগুলো অনেকের কাছেই বিব্রতকর ঠেকবে হয়তো বা, কিন্তু প্রতিরক্ষা নীতি-কৌশল নিয়ে সংসদীয় আলোচনা ও বিতর্ককে 'Taboo' এর মর্যাদা দেয়ার অব্যাহত প্রয়াস বাংলাদেশের শাসকদলসমূহের 'পাকিস্তানী প্রেতাত্মা' বহন করারই নামান্তর। এই প্রেতাত্মাকে কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য আমরা সম্মানিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

১০. সাধারণ প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতগুলোকে তিন দশকে নানাভাবে বিন্যস্ত করা হলেও সারণি-৩০-এর এতদসংক্রান্ত কলামে সেগুলোকে একীভুত করে 'তুলনীয়' করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রদত্ত শতাংশসমূহ দেখাচ্ছে, যৌথভাবে সাধারণ প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে স্বাধীন বাংলাদেশের সব সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিচারে সর্বনিম্ন হিস্যা ছিল ২৩.২১ শতাংশ –১৯৭৪/৭৫ অর্থ বছরে। ১৯৮৪/৮৫ অর্থ বছরে ঐ ব্যয়ের হিস্যা সর্বোচ্চ ৪১.২০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। পুরো আশির দশকেই প্রশাসন ও নিরাপত্তা খাতে সরকারি রাজস্ব ব্যয় সাধারণভাবে বেশি ছিল। নব্বইয়ের দশকে এই দু'টো খাতে রাজস্ব ব্যয় ধীরগতিতে কমার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে তা ২৭.৭৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যুগোপযোগী প্রশাসনিক সংস্কার এবং আধুনিক প্রযুক্তির (বিশেষতঃ তথ্য প্রযুক্তির) সহায়তায়-এ-দু'টো খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব।

মানব উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে স্বাধীনতার তিনটি রূপ– রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার নিরাপত্তা – নিশ্চিতকরণে সাধারণ প্রশাসনসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতসমূহের ভূমিকা থাকার কথা। এক্ষণে সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তৃতি ও দক্ষতা-নির্দেশক সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে:

- গত ২৮ বছরের মধ্যে ২৬ বছরই সাধারণ প্রশাসন খাতটি ছিল রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাত (সারণী-২৬ ও ৩০),
- ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ,
- স্বাধীনতা উত্তর কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ২ শতাংশ অথচ সাধারণ প্রশাসনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশ (বর্তমানে ৩৭ টি মান্ত্রণালয় ও অধীনস্ত বিভাগসমূহে প্রায় ১২ লক্ষ চাকুরে),
- সরকারি ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় হয় প্রশাসনের বেতন-ভাতা হিসেবে,
- পুলিশ বিভাগকে সবচে' দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল),
- ৬৫ লক্ষ মামলা রায়ের অপেক্ষায়, এবং
- জেলখানায় কয়েদিদের প্রায় ৭০ ভাগের বিচার-নিস্পত্তি হয়নি (বিচার নিস্পত্তি হতে ৫ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত সময় ব্যয় হয়)।

আমলাতন্ত্রের বিস্তৃত-বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশেও প্রবলভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য হিসেবে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দুর্গে প্রবল প্রতাপে আজো সমাসীন রয়েছে। (বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোতে সামরিক ও সিভিল আমলাতন্ত্র প্রশাসকের ভূমিকা পালনের চাইতে *De facto* শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করার অবস্থানে গেঁড়ে বসে থাকার কারণে এ ধরণের রাষ্ট্রগুলোকে কিছু কিছু সমাজ বিজ্ঞানী 'আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র' অভিধায় অভিহিত করে থাকেন)। আমলাতন্ত্রের এ দাপট ভোটের রাজনীতি চালু হলেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে পরাভুত হয়ে যাবে – এটা বাস্তবে সময়সাপেক্ষ প্রমাণিত হচ্ছে পুরো তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে। বরং, এসব দেশগুলোতে শাসক দলের রাজনীতিকবৃন্দ, সামারিক আমলাতন্ত্র, সিভিল আমলাতন্ত্র এবং বিকাশমান মুৎসুদ্দী পুঁজির যে 'গ্রান্ড এলায়েন্স' কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতির সিস্টেম গড়ে তুলতে দেখা যাচ্ছে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে উন্নয়নে 'governance' ইস্যুকে কেন্দ্রিয় গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুঁজি লুন্ঠনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে সফলভাবে অপপ্রয়োগের এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে বলা চলে। অতএব, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারকে রুখে দাঁড়াতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে নয়, দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় প্রদ্ধতিগত জটিলতা এবং তথাকথিত 'সিস্টেম লস' নিরসনের উদ্দেশ্যে। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে কালো পথে পাচার করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের এজেন্টরা – বিদেশি দাতা চক্র, এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ঋণক্ষেলাপি চক্র, এবং এদের সকলের লালিত চাঁদাবাজ মাস্তানরা। এই আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে রুখে দাঁড়াতে হলে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার যেমনি প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা কিভাবে কার্যকরভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কেও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা – বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

১১. বাজেট উপস্থাপনের সময় গৎবাধাঁ বুলি হিসেবে যদিও শিক্ষা খাতকে সরকারি ব্যয় বরাদ্দে সর্বোচ্চ আসনটি প্রদানের ঘোষণা উচ্চারিত হয়ে চলেছে তবু সত্য হলো, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে দুর্নীতি, বৈষম্য ও সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়ে রসাতলে যেতে বসেছে। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠির ধারক শিক্ষাখাতকে অব্যবস্থা ও দুর্নীতির শিকার করে রাখার দায়ভার স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিটি সরকারের উপরই কমবেশি বর্তাবে। তবুও বলতে হবে, ১৯৭২/৭৩ অর্থ বছরের বাজেটে

রাজস্ব ব্যয়ের ২১.১৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে বঙ্গবন্ধুর সরকার এ ব্যাপারে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন, পরবর্তীতে কোনো সরকারই ঐ অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান হননি। বরং, রাজস্ব বাজেটের ব্যয় বরাদ্দে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যাপারটি প্রতারণাপূর্ণ 'Numbers game'-এ পর্যবসিত হয়েছিল আশির দশকে। সারণি-৩০ সাক্ষ্য দিচ্ছে, ১৯৭৫/৭৬ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৫ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই প্রতিরক্ষা খাতে প্রকৃত সরকারি ব্যয় শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চাইতে বেশি ছিল। ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরে শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের ব্যয় ছিল সরকারি রাজস্ব ব্যয়েরা মাত্র ৮.৬৯ শতাংশ, অথচ ঐ একই বছর প্রতিরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ২২.৭০ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় রেকর্ড করা হয়েছিল। আরো অবাক হতে হয় যে বর্তমান সরকারের ক্ষমতার মেয়াদের প্রথম তিন বছর শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চাইতে প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয় বেশি হয়েছে। রাজনৈতিক বক্তৃতামালা এবং কাজের মধ্যে এই ফারাক আরো বেশি প্রণিধানযোগ্য এ কারণে যে দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সরকার বিরাট সাফল্য দাবি করছে। ৬৫ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনের এই দাবি 'বীরবলের কাক গণনার' মতই হয়ে দাঁড়াবে ওয়াকিবহাল মহলের কাছে। শিক্ষা খাতে তথাকথিত এই সাফল্যের দাবি মানব উন্নয়নের মত জাতির জীবন-মরণ ইস্যুতে জনগণের সাথে প্রতারণার শামিল। যেটা সত্য তা হলো, বঙ্গববন্ধুর রাজনীতির উত্তরাধীকার দাবি করা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতির আফিম গলাধঃকরণ করে নীতির মাধ্যমে সমাজ জীবনে দৃঢ়মূল করার সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। UNESCO যেখানে জিডিপি'র ৮ শতাংশ শিক্ষার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হয়ে জিডিপি'র মাত্র ২.৩ শতাংশ শিক্ষা খাতে সরকারিভাবে ব্যয় করে সাফল্যের বড়াই করাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যাভাষ্য মাত্র।

১২. সুস্থ ও শিক্ষিত মানব ভিত্তি ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় – এ কথা সবাই স্বীকার করেন। এ দিক থেকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতটি মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রধান খাত, যেটাকে উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার কাজটি যথেষ্ট মাত্রায় এগিয়ে গেছে। মানব-বঞ্চনা নির্দেশক স্বাস্থ্য খাতের বেহাল অবস্থা ইতোমধ্যে আমরা কয়েকদফা উল্লেখ করেছি। এ খাতটিতে বরাদ্দ অবস্থাকে) বেশির ভাগের ভাগে কম (too little for too many) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সরকারই বলছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাতে মাথাপিছু ১২ ডলার ব্যয় হওয়া উচিত, অথচ ব্যয় হচ্ছে মাথাপিছু মাত্র ৪ ডলার। অথচ এমনকি মোট বাজেটের কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই খাতওয়ারি বরাদ্দের অগ্রাধিকার বিন্যাস গণমুখী করলেই যে মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১২ ডলারে উন্নিত করা যায় সেটা সাধারণত পাটিগণিত হিসেব। বাস্তবতা হল ঐ পাটিগণিতিক হিসেবে দেশ চলছে না।

মূল কথা হল ১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশে প্রায় ৭ কোটিই দরিদ্র। আর এদের অধিকাংশই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বঞ্চিত। ইদানিং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দারিদ্রের রোগ (Diseases of Poverty)-র আওতায় ৭টি রোগের কথা বলছে। যার অন্তর্ভূক্ত হল যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের (যৌনবাহিত) রোগ-শোক, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া ও হাম। আমাদের দেশে এই সাতটি রোগের বোঝা মূলতঃ দরিদ্রদের উপরই পড়েঃ যে ৭০ ভাগ শিশু ও যুবক (young adult) ঐ সব রোগে মৃত্যুবরণ করেন তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত; "দারিদ্রের রোগে" মৃত্যু অথবা পঙ্গুত্বের কারণে দারিদ্রের দুষ্ট চক্রটি চলতেই থাকে; "দারিদ্রের রোগ" এ মুহূর্তে দূর করতে না পারলে ভবিষ্যতে সরকার ও দরিদ্র পরিবার উভয়কেই স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হতে হবে। আসলে শাসকগোষ্ঠি এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন না, কারণ যাদের জন্য নিজেদের বর্তমানই একমাত্র কাল তাদের কাছে সুদূরপ্রসারি ভবিষ্যৎ কাল নিয়ে গণমুখী চিন্তা আশা করাটাও হয়তো বা বাতুলতা মাত্র।

দেশের আপামর দরিদ্র জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য বিষয়টি নিঃসন্দেহে দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম প্রধান কৌশল হতে পারে। "দারিদ্রের রোগ" বিষয়টি জাতীয় নীতি-কৌশল হিসেবে গ্রহণ করলে সম্ভবত: চারভাবে দারিদ্র দূর হতে পারেঃ ১) আয়ের দিক থেকে দরিদ্রদের পরিভোগে যে আকস্মিক আঘাত আসে যার ফলে শিশু ও মহিলাদের পুষ্টি মাত্রা নিম্নগামী হয় সেটা প্রতিহত হবে, ২) আয়-দরিদ্রদের সক্ষমত সরাসরি বৃদ্ধি পাবে, ৩) অসুস্থতাজনিত উৎপাদনশীলতা হ্রাস প্রতিহত হবে, ৪) অর্থনৈতিক ও অনর্থনৈতিক লাভ বৃদ্ধি পাবে।

আসলে স্বাস্থ্যখাতে "দারিদ্রের রোগ" সম্পর্কে এসবই হল আমাদের আকাঙ্খার কথা। বাস্তবতা ভিন্ন। এ খাতে সরকারি ব্যয় লজ্জাজনকভাবে অপ্রতুল, যা সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল দশা দেখে বোঝা যায়। ১৯৯২/৯৩ সালে ৭.৪২ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় এ খাতে সর্বোচ্চ হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল, যা ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছরে আবার ৫.৭ শতাংশে নেমে গেছে। সমাজের বিত্তশালী এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকের আশ্রয় নিচ্ছেন, কিন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা এবং অসদাচরণের প্রতীক হয়ে বহাল রয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির দর্শন চিকিৎসাকেও একটি লোভনীয় 'পণ্যে' পরিণত করেছে, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের শামিল।

১৩. গত পঁচিশ বছর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দে মানব উন্নয়ন বিষয়টি কখনও কাঙ্খিত মাত্রায় গুরত্ব পায়নি। রাজস্ব ব্যয়ের সিংহভাগই অনুৎপাদনশীল খাত চিরস্থায়ীকরণে ব্যবহৃত হয়, আর মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে হয় কিনা সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। বরাদ্দ কাঠামো বিশ্লেষণে "সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য স্বল্প বরাদ্দ, আর সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ" – এরকমটি পরিকল্পিত হয়। সুতরাং মানব উন্নয়ন চিহ্নিতকরণে রাজস্ব ব্যয় কাঠামোগত রূপান্তর প্রয়োজন – এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হল:

ক. দরিদ্র জনগোষ্ঠির মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে অনুৎপাদনশীল খাত ও মানব উন্নয়ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আছে সেটা অতি দ্রুত উল্টে ফেলা দরকার। শিক্ষা (ক্রীড়াসহ) ও স্বাস্থ্য (জনসংখ্যাসহ) খাতে বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের ২৩.৬৮ শতাংশ ব্যয় হয়, আর অনুৎপাদনশীন – প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন খাতে ব্যয় হয় ৩৭.৫৪ শতাংশ। আমাদের প্রস্তাব হল যৌথভাবে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন খাতে রাজস্ব ব্যয় ২৫ শতাংশে সীমিত রেখে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে (বিশেষ করে দারিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য) বরাদ্দ ২৩.৬৮ শতাংশ থেকে দ্রুত ভিত্তিতে ৩৬.২২ শতাংশে উন্নিত করা হোক।

খ. রাজস্ব বাজেটের কতিপয় খাত যেমন সাধারণ সেবা (৪.৪৬%) ও "অন্যান্য" (৫.৮১%) প্রকৃতপক্ষে কি উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় সেটা অনেকেরই অজানা অথচ ঐ দুই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের প্রায় দ্বিগুণ। স্বচ্ছতা ও উপযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই দুই খাতের বরাদ্দ "দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিক-সামাজিক-স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানে (সেফটি নেট)" – এর বরাদ্দে রূপান্তরিত করা হোক।

গ. প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বা অবনমন কার্যকর করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ গত অর্থ বছরের স্তরে স্থির রাখা হোক। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা করে নীতি নির্ধারণের দিক্ নির্দেশনা গ্রহণ করা হোক। শিক্ষা ব্যবস্থার একটি স্তর অতিক্রম করার পর (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'রিজার্ভ আর্মড ফোর্সেস' গড়ে তোলার প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপন করা হোক, যাতে স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনীর বিকল্প হিসেবে প্রয়োজনে ঐ রিজার্ভ

বাহিনীকে তলব করে যে কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধকে সার্বজনীনতা প্রদান করা যায়। অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থলে বছর দশেকের মধ্যে স্থায়ী বাহিনীসমূহের আকার-আয়তন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রকে অর্থনীতিতে বাধা না হয়ে যদি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে ব্রতী হতে হয়, তাহলে তাকে (রাষ্ট্রকে) নিপীড়ক এবং বিদেশি প্রভূদের ক্রীড়নকের ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনতেই হবে। জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্রকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত কার্যক্রমকে প্রধান দায়িত্ব হিসেবে মাথায় তুলে নিতে হবে। অনুৎপাদনশীল দায়িত্বগুলোকে দ্রুত ছেঁটে ফেলতে হবে। ব্যক্তি খাতের বিকাশে facilitator এবং regulator হিসেবে পরিপূরক হবে রাষ্ট্র, প্রতিযোগী বা বিকল্প নয়। রাষ্ট্রকে তার অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব হিসেবে মানব উন্নয়ন দর্শনকে ধারণ ও উত্তরোত্তর প্রতিপালন (বাস্তবায়ন) করতে হবে।

সারণি ২৯: প্রধান খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ : অর্থবছর ১৯৭২/৭৩-১৯৯৯/২০০০

(Revenure Expenditure by Principal Heads: FY 1972/73- FY 1999-2000)

	রাজস্ব আদায়	সিভিল প্রশাসন	সাধারণ প্রশাসন	বিচার ও পুলিশ	পররাষ্ট্র	প্রতিরক্ষা	শিক্ষা ও ক্রীড়া	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ	শিল্প	সাধারণ সেবা	সুদ	ঋণ পরিশোধ	অন্যান্য	বিবিধ	উদ্বৃত্ত	সর্বমোট
১৯৭২-১৯৭৩: মোট বাজেট	১২৮	৭২৪	-	-	-	২০২	৪৫১	১১৯	-	-	৪৪	১৩৪			৩২৯		২১৩১
মোট বাজেটের শতকরা হার	৬.০১	৩৩.৯৭				৯.৪৮	২১.১৬	৫.৫৮			২.০৬	৬.২৯			১৫.৪৪		১০০
১৯৭৩-১৯৭৪: মোট বাজেট	১৪৪	১১০১	-	-	-	৪২০	৬৪৮	১৫৩	-	-	২১৫	১২২			৩৭৯		৩১৮২
মোট বাজেটের শতকরা হার	৪.৫৩	৩৪.৬০				১৩.২০	২০.৩৬	৪.৮১			৬.৭৬	৩.৮৩			১১.৯১		১০০
১৯৭৪-১৯৭৫: মোট বাজেট	১৬৪	১২৯০	-	-	-	৭০৮	৮২২	১৮১	-	-	৫২১	৩০৩			১২৭৫	১০০০	৬২৬৪
মোট বাজেটের শতকরা হার	২.৬২	২০.৫৯				১১.৩০	১৩.১২	২.৮৯			৮.৩২	৪.৮৪			২০.৩৫	১৫.৯৬	১০০
১৯৭৫-১৯৭৬: মোট বাজেট	১৯২	১৩৫২	-	-	-	১১০৯	৮৩৪	২৭০	-	-	৩৪৬	৪০৭			১৩০৫	-	৫৮১৮
মোট বাজেটের শতকরা হার	৩.৩০	২৩.২৪				১৯.০৬	১৪.৩৩	৪.৬৯			৫.৯৫	৭.০০			২২.৪৩	-	১০০
১৯৭৬-১৯৭৭: মোট বাজেট	২১৯	২০৩১	-	-	-	১৭০২	১০২০	৩১১	-	-	২৯৭	৬৮৮			১৩৭৫	-	৭৬৪০
মোট বাজেটের শতকরা হার	২.৮৭	২৬.৫৭				২২.২৭	১৩.৩৫	৪.০৭			৩.৮৯	৯.০০			১৭.৯৯	-	১০০
১৯৭৭-১৯৭৮: মোট বাজেট	২৪৩	১৮২৩	-	-	-	১৬২৪	১১৩৮	৩৯৫	-	-	৩১৭	৭৪১			১১৯৬	-	৭৪৭৭
মোট বাজেটের শতকরা হার	৩.২৫	২৪.৩৮				২১.৭২	১৫.২২	৫.২৮			৪.২৪	৯.৯১			১৬.০০	-	১০০
১৯৭৮-১৯৭৯: মোট বাজেট	৩১০	২৯১২	-	-	-	১৪৮৫	১৬৩২	৫২৬	-	-	৬৬২	১০৮৭			২২৬২	-	১০৮৭৬
মোট বাজেটের শতকরা হার	২.৮৫	২৬.৭৭				১৩.৬৫	১৫.০১	৪.৮৪			৬.০৯	৯.৯৯			২০৮০	-	১০০
১৯৭৯-১৯৮০: মোট বাজেট	৩৪০	৩০৫৫	-	-	-	১৭৮২	১৭৭২	৬৬০	-	-	৬৯৪	৭৩০			২৩৭৫	-	১১৪০৮
মোট বাজেটের শতকরা হার	২.৯৮	২৬.৭৮				১৫.৬২	১৫.৫৩	৫.৭৯			৬.০৮	৬.৪০			২০.৮২	-	১০০
১৯৮০-১৯৮১: মোট বাজেট	৪৪৩	৪৪৩৬	-	-	-	২১১৮	২০৯৯	৮০৫	-	-	১৩০৫	১০৬০			৯৮৮	-	১২২৫৪
মোট বাজেটের শতকরা হার	৩.৩৪	৩৩.৪৭				১৫.৯৮	১৫.৮৪	৬.০৭			৯.৮৫	৮.০০			৭.৪৫	-	১০০
১৯৮১-১৯৮২: মোট বাজেট	৪২২	৫৬৬৪	-	-	-	২৭৪২	২৩৪৯	৯৩৬	-	-	১২৯৬	১৮৫৫			২৬৭	-	১৫৫৩১
মোট বাজেটের শতকরা হার	২.৭২	৩৬.৪৭				১৭.৬৬	১৫.১২	৬.০৩			৮.৩৪	১১.৯৪			১.৭২	-	১০০
১৯৮২-১৯৮৩: মোট বাজেট	৫৮৫	৫১১০	-	-	-	২৪০৫	২২৭৫	৮৭৫	-	-	১৯৪৪	২২৮৪			২৪৫৮	-	১৭৯৩৩
মোট বাজেটের শতকরা হার	৩.২৫	২৮.৪৯				১৩.৪১	১২.৬৯	৪.৮৮			১০.৮৪	১২.৭৪			১৩.৭১	-	১০০
১৯৮৩-১৯৮৪: মোট বাজেট	-	-	৫০৭৭	২৩৬২	৫২২	৪৬৪৩	১৭৭৭	১৩৮৭	৬৩২	৫৯	২৭৩৬	-	২২	১২৪০	-	-	২০৪৫৭
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৪.৮২	১১.৫৫	২.৫৫	২২.৭০	৮.৬৯	৬.৭৮	৩.০৯	৩.০৯	১৩.৩৭	-	০.১১	৬.০৬	-	-	১০০
১৯৮৪-১৯৮৫: মোট বাজেট	-	-	৭৬৯১	২৫৭০	৩৯৮	৫০৬৮	৪৪৭০	১৮২৬	৭৫৫	৭৫৫	১৫৯৬	-	৩৩	১৫০০	-	-	২৫৮৭০
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৯.৭৩	৯.৯০	১.৫৪	১৯.৫৯	১৭.২৮	৭.০৬	২.৯২	২.৯২	৫.৭৮	-	০.১৩	৫.৮০	-	-	১০০
১৯৮৫-১৯৮৬: মোট বাজেট	-	-	৯১৩৮	৩৪৪২	৫৮২	৫৮১৫	৬৪৩৯	১৯২৯	৯৬১	৯৬১	১৫৩৭	-	৫৯৪৭	১৪৯৪	-	-	৩৭০৮৫
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৪.৬৪	৯.২৮	১.৫৭	১৫.৬৮	১৬.৫৫	৫.২০	২.৫৯	২.৫৯	৪.১৪	-	১৬.০৪	৪.০৩	-	-	১০০
১৯৮৬-১৯৮৭: মোট বাজেট	-	-	৮৩০৭	৩৯৩৫	৬৫৬	৭২৫৯	৭৪৩৬	২৪৯৩	১৩০১	১৫৯	১৭৬০	-	৪৬০৬	১৯৭৪	-	-	৩৯৯১৯
মোট বাজেটের শতকরা হার			২০.৮১	৯.৮৬	১.৬৪	১৮.১৯	১৮.৬০	৬.২৫	৩.২৬	০.৪০	৪.৪১	-	১১.৬১	৪.৯৫	-	-	১০০
১৯৮৭-১৯৮৮: মোট বাজেট	-	-	১০৯৪২	৪৫৮৬	৭৭৯	৮১৬২	৮৮২০	২৯৯৬	১৪৩২	২১৭	২২৯৭	-	৪৬৭০	২২৬০	-	-	৪৭১৬৭
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৩.২০	৯.৭২	১.৬৫	১৭.৩০	১৮.৭০	৬.৩৫	৩.০৪	০.৪৬	৪.৮৭	-	৯.৯১	৪.৮০	-	-	১০০
১৯৮৮-১৯৮৯: মোট বাজেট	-	-	১৮৮৩০	৫১০৯	৬৯৬	১০০৪৫	৯২১৬	৩২১৫	১৮০৬	২৭৮	৩২৮৯	-	৬৬০৩	২৭৯৮	-	-	৬১৮৮৫
মোট বাজেটের শতকরা হার			৩০.৪৩	৮.২৬	১.১২	১৬.২৩	১৪.৮৯	৫.২০	২.৯২	০.৪৫	৫.৩১	-	১০.৬৭	৪.৫২	-	-	১০০

১৯৮৯-১৯৯০: মোট বাজেট	-	-	১৮৯০০	৫৮৩৬	৭৩৭	১১০৮০	১০৮১৯	৩৬১০	১৯৫৮	২৬৮	৩৫৯৬	-	৭২৬০	২৭৩৫	-	-	৬৬৮০২
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৮.২৯	৮.৭৪	১.১০	১৬.৫৯	১৬.২০	৫.৪১	২.৯৩	০.৪০	৫.৩৮	-	১০.৮৭	৪.০৯	-	-	১০০
১৯৯০-১৯৯১: মোট বাজেট	-	-	২০১১৮	৫৯৩০	৮২১	১১২০৫	১১৬০৯	৩২১৫	২০৯৭	২৫২	৩৩৭০	-	১০১০৩	৩১৭৮	-	-	৭১৮৯৮
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৭.৯৮	৮.২৫	১.১৪	১৫.৫৮	১৬.১৫	৪.৪৭	২.৯২	.৩৫	৪.৬৯	-	১৪.০৫	৪.৪২	-	-	১০০
১৯৮১-১৯৯২: মোট বাজেট	-	-	১৯৪০৬	৬৯১৭	১০৯৬	১২৯৩৭	১৩৬০৮	৪৩৬৭	২০৮০	২৫১	৩৭৬৩	-	১০৩৮৫	৩৪৭৬	-	-	৭৮৩৮৬
মোট বাজেটের শতকরা হার			২৪.৭৬	৮.২৫	১.৪০	১৬.৫০	১৭.৩৬	৫.৫৭	২.৬৫	০.৩২	৪.৯৩	-	১৩.২৫	৪.৪৩	-	-	১০০
১৯৯২-১৯৯৩: মোট বাজেট	-	-	১৮০০৭	৮১৪১	১০৮৬	১৫৮৫৪	১৬৪১৩	৬৪৮৮	২৬৫৯	৩৪৬	৪৪৬২	-	৯৯৪১	৪০৩০	-	-	৮৭৪৩০
মোট বাজেটের শতকরা হার			২০.৬০	৯.৩১	১.২৪	১৮.১৩	১৮.৭৭	৭.৪২	৩.০৪	০.৪০	৫.১০	-	১১.৩৭	৪.৬১	-	-	১০০
১৯৯৩-১৯৯৪: মোট বাজেট	-	-	১৭৮৭৬	৮৫৬৫	১১৩৫	১৬৩৫৫	১৭৫৬৮	৬০৯৭	২৯৬৯	৩৪২	৪২৩০	-	১০৬৭৮	৫৭৪০	-	-	৯১৫৫৫
মোট বাজেটের শতকরা হার			১৯.৫২	৯.৩৬	১.২৪	১৭.৮৬	১৯.১৯	৬.৬৬	৩.২৪	০.৩৭	৪.৬২	-	১১.৬৬	৬.২৭	-	-	১০০
১৯৯৪-১৯৯৫: মোট বাজেট	-	-	১৮৬৫০	৮৮৬৯	১২৫৭	১৮২৬০	১৮৭৬৭	৬১৪৩	৩০৩৮	৩৫৯	৪১৯০	-	১১৪৮০	৮৫২০	-	-	৯৯৫৩৩
মোট বাজেটের শতকরা হার			১৮.৭৪	৮.৯১	১.২৬	১৮.৩৫	১৮.৮৬	৬.১৭	৩.০৫	০.৩৬	৪.২১	-	১১.৫৩	৮.৫৬	-	-	১০০
১৯৯৫-১৯৯৬: মোট বাজেট	-	-	২১৯১৬	৯৯৫৬	১১১৬	২১৪৭৭	২১১৩৪	৭১৩৪	৫৫৫৫	৩৮২	৪৫৯৫	-	১৮৭৩২	৬৮৬৬	-	-	১১৮৮৬৩
মোট বাজেটের শতকরা হার			১৮.৪৪	৮.৩৮	০.৯৪	১৮.০৭	১৭.৭৮	৬.০০	৪.৬৭	০.৩২	৩.৮৭	-	১৫.৭৬	৫.৭৮	-	-	১০০
১৯৯৬-১৯৯৭: মোট বাজেট	-	-	২২৫৫৫	১০৮৪৫	১১৩০	২৪৬৭৪	২২৯৭০	৭৭১৫	৫৩২৮	৩৭৬	৪৭০৯	-	১৭৫৫৫	৯৬১২	-	-	১২৭৪৬৯
মোট বাজেটের শতকরা হার			১৭.৬৯	৮.৫১	০.৮৯	১৯.৩৬	১৮.০২	৬.০৫	৪.১৮	০.২৯	৩.৬৯	-	১৩.৭৭	৭.৫৪	-	-	১০০
১৯৯৭-১৯৯৮: মোট বাজেট	-	-	২৭৯৪১	১২৫৩৪	১৩৫০	২৭০৫৭	২৬৮৯০	৮১২৫	৪৯৮২	২৪৩	৫৪১৫	-	২৩১৯৪	১০৭২৪	-	-	১৪৮৪৫৫
মোট বাজেটের শতকরা হার			১৮.৮২	৮.৪৪	০.৯১	১৮.২৩	১৮.১১	৫.৪৭	৩.৩৬	০.১৬	৩.৬৫	-	১৫.৬২	৭.২২	-	-	১০০
১৯৯৮-১৯৯৯: মোট বাজেট	-	-	৩৪৮৬৪	১৩৮২১	১৫৬৪	২৯৮২০	২৯৬৮০	৮৮৪৩	৫৮৯৫	২৪৫	৫২৮১	-	২৯৩৫২	৯৪৬৮	-	-	১৬৮৮৩৩
মোট বাজেটের শতকরা হার			২০.৬৫	৮.১৯	০.৯৩	১৭.৬৬	১৭.৫৮	৫.২৪	৩.৪৯	০.১৫	৩.১৩	-	১৭.৩৯	৫.৬১	-	-	১০০
১৯৯৯-২০০০: মোট বাজেট	-	-	৩২৩৭৯	১৫৪৯৫	১৪৮৮	৩১১১৯	৩২১৯৬	৯৮৯৯	৫৯৬১	২৪৩	৫৫৯৩	-	২৭৮৫৯	১৫৫৭৭	-	-	১৭৭৮০৯
মোট বাজেটের শতকরা হার			১৮.২১	৮.৭১	০.৮৪	১৭.৫০	১৮.১১	৫.৫৭	৩.৩৫	০.১৪	৩.১৫	-	১৫.৬৭	৮.৭৬	-	-	১০০
১৯৭২-২০০০: সর্বমোট	৩১৮৭	২৯৪৯৮	৩১২৫৯৭	১২৮৯১৩	১৬৪১৩	২৭৭১২৭	২৭৪৫৫২	৯০৭১৯	৫৯৪০৯	৪১৮৪	৭০০৬০	৯৪১১	১৯৮৪৫৩	৯১১৯৮	১৪২০৯	১০০০	১৫৭০৯৩০
মোট ব্যয়ের শতকরা হার	০.২০	১.৮৮	১৯.৯০	৮.২১	১.০৪	১৭.৬৪	১৭.৪৮	৫.৭৭	৩.১৫	০.২৭	৪.৪৬	০.৬০	১২.৬৩	৫.৮১	০.৯০	০.০৬	১০০

সূত্র: স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক, ১৯৭৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ সরকার

সারণি ৩০ঃ কতিপয় প্রধান অনুৎপাদনশীল ও মানব উন্নয়ন খাতে সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের শতাংশিক বিন্যাস: অর্থবছর ১৯৭২/৭৩- ১৯৯৯/২০০০

অর্থ বছর	সাধারণ প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা	প্রতিরক্ষা	শিক্ষা ও ক্রীড়া	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা
১৯৭২-১৯৭৩	৩৯.৯৮	৩৯.৯৮	২১.১৬	৫.৫৮
১৯৭৩-১৯৭৪	৩৯.১০	৩৯.১৩	২০.৩৬	৪.৮১
১৯৭৪-১৯৭৫	২৩.২১	২৩.২১	১৩.১২	২.৮৯
১৯৭৫-১৯৭৬	২৬.৫৪	১৯.০৬	১৪.৩৩	৪.৬৯
১৯৭৬-১৯৭৭	২৯.৪৪	২২.২৭	১৩.৩৫	৪.০৭
১৯৭৭-১৯৭৮	২৭.৬০	২১.৭২	১৫.২২	৫.২৮
১৯৭৮-১৯৭৯	২৯.৬২	১৩.৬৫	১৫.০১	৪.৮৪
১৯৭৯-১৯৮০	২৯.৭৬	১৫.৬২	১৫.৫৩	৫.৭৯
১৯৮০-১৯৮১	৩৬.৮১	১৫.৯৮	১৫.৮৪	৬.০৭
১৯৮১-১৯৮২	৩৯.১৯	১৭.৬৬	১৫.১২	৬.০৩
১৯৮২-১৯৮৩	৩১.৭৪	১৩.৪১	১২.৬৯	৪.৮৮
১৯৮৩-১৯৮৪	৩৮.১২	২২.৭০	৮.৬৯	৬.৭৮
১৯৮৪-১৯৮৫	৪১.২০	১৯.৫৯	১৭.২৮	৭.০৬
১৯৮৫-১৯৮৬	৩৫.৪৯	১৫.৬৮	১৫.৫৫	৫.২০
১৯৮৬-১৯৮৭	৩২.৩১	১৮.১৯	১৮.৬০	৬.২৫
১৯৮৭-১৯৮৮	৩৪.৫৭	১৭.৩০	১৮.৭০	৬.৩৫
১৯৮৮-১৯৮৯	৩৯.৮১	১৬.২৩	১৪.৮৯	৫.২০
১৯৮৯-১৯৯০	৩৮.১৩	১৬.৫৯	১৬.২০	৫.৪১
১৯৯০-১৯৯১	৩৭.৩৭	১৫.৫৮	১৬.১৫	৪.৪৭
১৯৯১-১৯৯২	৩৪.৯৮	১৬.৫০	১৭.৩৬	৫.৫৭
১৯৯২-১৯৯৩	৩১.১৫	১৮.১৩	১৮.৭৭	৭.৪২
১৯৯৩-১৯৯৪	৩০.১২	১৭.৮৬	১৯.১৯	৬.৬৬
১৯৯৪-১৯৯৫	২৮.৯১	১৮.৩৫	১৮.৮৬	৬.১৭
১৯৯৫-১৯৯৬	২৭.৭৬	১৮.০৭	১৭.৭৮	৬.০০
১৯৯৬-১৯৯৭	২৭.০৯	১৯.৩৬	১৮.০২	৬.০৫
১৯৯৭-১৯৯৮	২৮.১৭	১৮.২৩	১৮.১১	৫.৪৭
১৯৯৮-১৯৯৯	২৯.৭৭	১৭.৬৬	১৭.৫৮	৫.২৪
১৯৯৯-২০০০	২৭.৭৬	১৭.৫০	১৮.১১	৫.৫৭

সূত্রঃ সারণি ২৯-এর ভিত্তিতে প্রবন্ধকারদ্বয় কর্তৃক হিসেবকৃত

সারণি ৩১ঃ প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও ক্রীড়া, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ : অর্থবছর ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৯৯/২০০০
(Detence, Education and Sports, Health and Population Revenue Budget during FY 1972/73 1999/2000)

সময়কাল	প্রতিরক্ষা	শিক্ষা ও ক্রীড়া	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	সর্বমোট বাজেট
১৯৭২/২০০০: মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	২৭৭১২৭	২৭৪৫৫২	৯০৭১৯	১৫৭০৯৩০
গড় বাজেট (২৮ বছর)	৯৮৯৭	৯৮০৫	৩২৪০	৪৬১০৫
বাজেটের শতকরা হার	১৭.৬৪	১৭.৪৮	৫.৭৭	১০০
১৯৭২/৭৩-১৯৭৫/৭৬ : মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	২৪৩৯	২৭৫৫	৭২৬	১৭৩৯৫
গড় বাজেট (৪ বছর)	৬১০	৬৮৯	১৮২	৪৩৪৯
বাজেটের শতকরা হার	১৪.০২	১৫.৮৪	৪.১৭	১০০
১৯৭৬/৭৭-১৯৯০/৯১ : মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	৭৭১৩৫	৭২৫৭১	২৫১৮২	৪৫৫২০২
গড় বাজেট (১৫ বছর)	৫১৪২	৪৮৩৮	১৬৭৯	৩০৩৪৭
বাজেটের শতকরা হার	১৬.৯৫	১৫.৯৪	৫.৫০	১০০
১৯৯১/৯২-১৯৯৯/০০ : মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	১৯৭৫৫৩	১৯৯২২৬	৬৪৮১১	১০৯৮৮৩৩৩
গড় বাজেট (৯ বছর)	২১৯৫০	২২১৩৬	৭২০১	১২২০৩৭
বাজেটের শতকরা হার	১৭.৯৯	১৮.১৪	৫.৯০	১০০
১৯৯১/৯২-১৯৯৫/৯৬: মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	৮৪৮৮৩	৮৭১৯০	৩০২২৯	৪৭৫৭৬৭
গড় বাজেট (৫ বছর)	১৬৯৭৭	১৭৪৯৮	৬০৪৬	৯৫১৫৩
বাজেটের শতকরা হার	১৭.৮৪	১৮.৩৯	৬.৩৫	১০০
১৯৯৬/৯৭-১৯৯৯/০০: মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	১১২৬৭০	১১১৭৩৬	৩৪৫৮২	৬২২৫৬৬
গড় বাজেট (৪ বছর)	২৮১৬৮	৩৭৯৩৪	৮৬৪৬	১৫৫৬৪২
বাজেটের শতকরা হার	১৮.১০	১৭.৯৫	৫.৫৫	১০০

সূত্র : সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধকারদ্বয় কর্তৃক হিসেবকৃত

সারণি ৩২ঃ অনুৎপাদন খাত ও মানব উন্নয়ন খাতে রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ : অর্থবছর ১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯৯/২০০০
(Unproductive and Human Development Sector: Revenue Budget During 1984-2000)

সময়কাল	অনুৎপাদন খাত (Unproductive Sector)*					মানব উন্নয়ন (Human Development)			অনুৎপাদন খাতের বিপরীতে মানব উন্নয়ন খাত (HDS as % of US)	সর্বমোট বাজেট
	সাধারণ প্রশাসন	বিচার ও পুলিশ	পররাষ্ট্র	প্রতিরক্ষা	অনুৎপাদন খাতে সব্যমোট ব্যয়	শিক্ষা ও ক্রীড়া	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	মানব উন্নয়ন খাতে সর্বমোট ব্যয়		
১৯৮৩/৮৪-১৯৯৯/২০০০: মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	৩১২৫৯৭	১২৮৯১৩	১৬৪১৩	২৬০৮৩০	৭১৮৭৫০	২৫৯৫১২	৮৫৪৮৫	৩৪৪৯৯৭	৪৮.০০	১৪৬৯৪১৩
গড় বাজেট (১৭ বছর)	১৮৩৮৮	৭৫৮৩	৯৬৫	১৫৩৪৩	৪২২৮০	১৫২৬৫	৫০২৯	২০২৯৪	৪৮.০০	৮৬৪৩৬
বাজেটের শতকরা হার	২১.২৭	৮.৭৭	১৭.৭৫	১৭.৭৫	৪৮.৯১	১৭.৬৬	৫.৮২	২৩.৪৮	৪৮.০০	১০০
১৯৮৩/৮৪-১৯৯০/৯১ : মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	৯৯০০৩	৩৩৭৭০	৫১৯১	৬৩২৭৭	২০১২৪১	৬০২৮৬	২০৬৭৪	৮০৯৬০	৪০	৩৭১০৮৩
গড় বাজেট (৮ বছর)	১২৩৭৫	৪২২১	৬৪৯	৭৯১০	২৫১৫৫	৭৫৩৬	২৫৮৪	১০১২০	৪০	৪৬৩৮৫
বাজেটের শতকরা হার	২৬.৬৮	৯.১০	১.৪৯	১৭.০৫	৫১.২৩	১৬.২৫	৫.৫৭	২১.৮২	৪০.২৩	১০০
১৯৯১/৯২-১৯৯৯/২০০০ : মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	২১৩৫৯৪	৯৫১৪৩	১১২২২	১৯৭৫৫৩	৫১৭৫১২	১৯৯২২৬	৬৪৮১১	২৬৪০৩৭	৫১.০২	১০৯৮৩৩৩
গড় বাজেট (৯ বছর)	২৩৭৩৩	১০৫৭১	১২৪৭	২১৯৫০	৫৭৫০১	২২১৩৬	৭২০১	২৯৩৩৭	৫১.০২	১২২০৩৭
বাজেটের শতকরা হার	১৯.৪৫	৮.৬৬	১.০২	১৭.৯৯	৪৭.১২	১৮.১৪	৫.৯০	২৪.০৪	৫১.০২	১০০
১৯৯১/৯২-১৯৯৫/৯৬ : মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	৯৫৮৫৫	৪২৪৪৮	৫৬৯০	৮৪৮৮৩	২২৮৮৭৬	৮৭৪৯০	৩০২২৯	১১৭৭১৯	৫১	৪৭৫৭৬৭
গড় বাজেট (৫ বছর)	১৯১৭১	৮৪৯০	১১৩৮	১৩৯৭৭	৪৫৭৭৫	১৭৪৯৮	৬০৪৬	২৩৫৪৪	৫১	৯৫১৫৩
বাজেটের শতকরা হার	২০.১৫	৮.৯২	১.২০	১৭.৮৪	৪৮.১১	১৮.৩৯	৬.৩৫	২৪.৭৪	৫১.৪৩	১০০
১৯৯৬/৯৭-১৯৯৯/২০০০: মোট বাজেট (মিলিয়ন টাকা)	১১৭৭৩৯	৫২৬৯৫	২২৩২	১১২৬৭০	২৮৮৬৩৬	১১১৭৩৬	৩৪৫৮২	১৪৬৩১৮	৫০.৬৯	৬২২৫৬৬
গড় বাজেট (৪ বছর)	২৯৪৩৫	১৩১৭৪	১৩৮৩	২৮১৬৮	৭২১৫৯	২৭৯৩৪	৮৬৪৬	৩৬৫৮০	৫০.৬৯	১৫৫৬৪২
বাজেটের শতকরা হার	১৮.৯১	৮.৪৬	০.৮৯	১৮.১০	৪৬.৩৬	১৭.৯৫	৫.৫৫	২৩.৫০	৫০.৬৯	১০০

সূত্র: সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধকারদ্বয় কর্তৃক হিসেবকৃত

- অনুৎপাদনশীল খাত বলতে যে চারটি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আমরা “বিচার বিভাগকে অনুৎপাদনশীল খাত মনে করি না। যেহেতু “বিচার ও পুলিশ” বাজেটে একই খাতে দেখানো হয় (যা আমাদের বিবেচনায় সঠিক নয়) যেখানে ‘বিচার’ বরাদ্দ আলাদা করা দুষ্কর সেহেতু খাতটি বিবর্জিত করা হয়নি। অন্যদিকে বাজেটে ‘ঋণ পরিশোধ’ ও ‘অন্যান্য’ পরিচিয়ে যে দুটি খাত দেখানো হয় সেখানে ১৯৯৯/২০০০ সনে মোট বাজেটের ২৪.৪৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল এই ব্যয়ের প্রধান অংশ উৎপাদনশীল খাতে সর্বমোট ব্যয় হিসেবে আমরা যা দেখিয়েছি সেটা আসলে “অনুৎপাদনশীল খাতে কমপক্ষে সর্বমোট ব্যয়” বলা যেতে পারে।

সারণি ৩৩ঃ রাজস্ব বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রধান খাতসমূহের তুলনামূলক অবস্থা ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৯৯/২০০০
(Position of Revenue Expenditure by Principal Heads 1972/73-1999/2000S)

অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়	সিভিল প্রশাসন	সাধারণ প্রশাসন	বিচার ও পুলিশ	পররাষ্ট্র	প্রতিরক্ষা	শিক্ষা ও ক্রীড়া	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	কৃষি/সৎস্য ও পশু সম্পদ	শিল্প	সাধারণ সেবা	সুদ	ঋণ পরিশোধ	অন্যান্য	বিবিধ	উদ্বৃত্ত	সর্বমোট
১৯৭২-১৯৭৩	যষ্ঠ	প্রথম				চতুর্থ	দ্বিতীয়	সপ্তম		-	অষ্টম	পঞ্চম	-	-	তৃতীয়	-	২১৩১
১৯৭৩-১৯৭৪	সপ্তম	প্রথম				তৃতীয়	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ		-	পঞ্চম	অষ্টম	-	-	চতুর্থ	-	৩১৮২
১৯৭৪-১৯৭৫	নবম	প্রথম				পঞ্চম	চতুর্থ	অষ্টম		-	ষষ্ঠ	সপ্তম-	-	-	দ্বিতীয়	তৃতীয়	৬২৬৪
১৯৭৫-১৯৭৬	অষ্টম	প্রথম				তৃতীয়	চতুর্থ	সম্পম		-	ষষ্ঠ	সপ্তম-	-	-	দ্বিতীয়	-	৫৮১৮
১৯৭৬-১৯৭৭	অষ্টম	প্রথম				দ্বিতীয়	চতুর্থ	ষষ্ঠ		-	সপ্তম	পঞ্চম	-	-	তৃতীয়	-	৭৬৪৩
১৯৭৭-১৯৭৮	অষ্টম	প্রথম				দ্বিতীয়	চতুর্থ	ষষ্ঠ		-	সপ্তম	পঞ্চম	-	-	তৃতীয়	-	৭৪৭৭
১৯৭৮-১৯৭৯	অষ্টম	প্রথম				চতুর্থ	তৃতীয়	সপ্তম		-	ষষ্ট	পঞ্চম	-	-	দ্বিতীয়	-	১০৮৭৬
১৯৭৯-১৯৮০	অষ্টম	প্রথম				তৃতীয়	চতুর্থ	সপ্তম		-	ষষ্ট	পঞ্চম			দ্বিতীয়	-	১১৪০৮
১৯৮০-১৯৮১	অষ্টম	প্রথম				দ্বিতীয়	তৃতীয়	সপ্তম		-	চতুর্থ	পঞ্চম			ষষ্ট		১৩২৫৪
১৯৮১-১৯৮২	অষ্টম	প্রথম				দ্বিতীয়	তৃতীয়	ষষ্ঠ		-	পঞ্চম	চতুর্থ					১৫৫৩১
১৯৮২-১৯৮৩	অষ্টম	প্রথম				তৃতীয়	পঞ্চম	সপ্তম		-	ষষ্ঠ	চতুর্থ					১৭৯৩০
১৯৮৩-১৯৮৪			প্রথম	চতর্থ	নবম	দ্বিতীয়	পঞ্চম	ষষ্ঠ	অষ্টম	দশম	তৃতীয়	-	১১তম	সপ্তম	-	-	২০৪৫৭
১৯৮৪-১৯৮৫			প্রথম	চতুর্থ	নবম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	পঞ্চম	অষ্টম	দশম	সপ্তম	-	১১তম	ষষ্ট	-	-	২৫৮৭০
১৯৮৫-১৯৮৬			প্রথম	পঞ্চম	দশম	চতুর্থ	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	সপ্তম	-	তৃতীয়	অষ্টম	-	-	৩৭০৮৫
১৯৮৬-১৯৮৭			প্রথম	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	অষ্টম	-	চতুর্থ	সপ্তম	-	-	৩৯৯১৬
১৯৮৭-১৯৮৮			প্রথম	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	সপ্তম	-	চতুর্থ	অষ্টম	-	-	৪৭১৬৭
১৯৮৮-১৯৮৯			প্রথম	পঞ্চম	দশম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	সপ্তম	নবম	১১তম	ষষ্ঠ	-	চতুর্থ	অষ্টম	-	-	৬১৮৮৫
১৯৮৯-১৯৯০			প্রথম	পঞ্চম	দশম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	সপ্তম	-	চতুর্থ	অষ্টম	-	-	৬৬৮০২
১৯৯০-১৯৯১			প্রথম	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	সপ্তম	নবম	১১তম	ষষ্ঠ	-	চতুর্থ	অষ্টম	-	-	৭১৮৯৮
১৯৯১-১৯৯২			প্রথম	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	সপ্তম	-	চতুর্থ	অষ্টম	-	-	৭৮৩৮৬
১৯৯২-১৯৯৩			প্রথম	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	সপ্তম	-	চতুর্থ	ষষ্ট	-	-	৮৭৪৩০
১৯৯৩-১৯৯৪			প্রথম	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	ষষ্ঠ	নবম	১১তম	অষ্টম	-	চতুর্থ	সপ্তম	-	-	৯১৫৫৫
১৯৯৪-১৯৯৫			দ্বিতীয	পঞ্চম	দশম	তৃতীয়	প্রথম	সপ্তম	নবম	১১তম	অষ্টম	-	চতুর্থ	ষষ্ট	-	-	৯৯৫৩০
১৯৯৫-১৯৯৬			প্রথম	পঞ্চম	দশম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	ষষ্ঠ	অষ্টম	১১তম	নবম	-	চতুর্থ	সপ্তম	-	-	১১৮৮৬০
১৯৯৬-১৯৯৭			তৃতীয়	পঞ্চম	দশম	প্রথম	দ্বিতীয়	সপ্তম	অষ্টম	১১তম	নবম	-	চতুর্থ	ষষ্ট	-	-	১২৭৪৬৯
১৯৯৭-১৯৯৮			প্রথম	পঞ্চম	দশম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	সপ্তম	নবম	১১তম	অষ্টম	-	চতুর্থ	ষষ্ট	-	-	১৪৮৪৫৫
১৯৯৮-১৯৯৯			প্রথম	পঞ্চম	দশম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	সপ্তম	অষ্টম	১১তম	নবম	-	চতুর্থ	ষষ্ট	-	-	১৬৮৮৩৩
১৯৯৯-২০০০			প্রথম	ষষ্ঠ	দশম	তৃতীয়	দ্বিতীয়	সপ্তম	অষ্টম	১১তম	নবম	-	চতুর্থ	পঞ্চম	-	-	১৭৭৮০৯

সূত্র : সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত